দামুড়হুদায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দর্শনা পৌরসভার (প্যানেল) মেয়র রবিউল হক সুমন, কুড়ালগাছী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন।

টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে নাটুদা ইউনিয়ন একাদশ বনাম কুড়ালগাছী ইউনিয়ন একাদশ অপর খেলায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশ বনাম দর্শনা পৌরসভা একাদশ। প্রথম খেলায় নাটুদা ইউনিয়ন একাদশকে ট্রাইবেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কুড়ালগাছী ইউনিয়ন একাদশ। দ্বিতীয় খেলায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশকে ৪-২ গোলে হারিয়ে দর্শনা পৌরসভা চ্যাম্পিয়ন হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোখলেছুর রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিক, নাজির সাখাওয়াত রাসেল,সিএ ফয়জুল হক, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা আইসিটি টেকনিশিয়ান খাইরুল কবির ডিনার, ইউপি সদস্য হাসান আলী, নুরুল ইসলাম, সুমন হোসেন, কমিশনার রেজাউল হক।

খেলায় রেফারি দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুবাস চন্দ্র, ইউসুফ আলী ও শহিদ আজম সদু। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন শামীম খাঁন, মোস্তাফিজুর রহমান ও জিয়া হায়দার।

আগামীকাল মঙ্গলবার বেলা ৩.৩০ ঘটিকার সময় ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে যে শক্তিশালী দল দুটি অংশ গ্রহণ করিবে কুড়ালগাছী ইউনিয়ন

একাদশ বনাম দর্শনা পৌরসভা একাদশ।

মোনাখালীতে ফুটবল উন্মাদনা ,উদ্বোধন আগামী শুক্রবার

মুজিবনগরের মোনাখালীতে ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন উপলক্ষে আজ বিকেলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ।মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আব্দুল খালেকের সঞ্চালনায় আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন এর ১ নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ হাবিবুর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষক লীগের সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান মানিক, মোনাখালী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল খালেক। প্রবীণ ফুটবলার মোঃ লাভলু ,আহসান উল্লাহ , মনসুর আলী, ফজলু রহমান, মনিরুজ্জামান মাষ্টার, ফারুক হোসেন চান্দ আলি সহ আরো অনেকে।

এসময় খেলা পরিচালনা সহ যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং খেলার উদ্বোধনী তারিখ আগামী শুক্রবার ১৪/০৭/২০২৩ ইং নির্ধারণ করা হয়। এই টুর্নামেন্টে মোট ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক দল নকআউট পর্ব হিসেবে খেলবে বলে নিশ্চিত হয়। এবং প্রথম বিজয়ী দল পুরস্কার হিসেবে পাবে এক লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় বিজয়ী দল পুরস্কার হিসেবে পাবে ৬০ হাজার টাকা।

কমিটির নিজস্ব কোন টিম থাকবে না এবং প্রতিটি টিমের জন্য

শুভেচ্ছা ফিস হিসেবে এক হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

খেলাটি আয়োজন করছে শহীদ ওলিউল বারী আনসার ক্লাব ও মোনাখালী গ্রামবাসী ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এম পি।

শুধু মাঠে আগত দর্শকরাই নয় বরং পুরো টুর্নামেন্ট টি ‘আম্বার আইটি’ এর সৌজন্যে টুর্নামেন্টের মিডিয়া পার্টনার ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’লাইভ সম্প্রচার করবে।

দামুড়হুদায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের তৃতীয় খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) তৃতীয় দিনে দুইটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এসএম জাকারিয়া আলম, জুড়ান পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, দর্শনা পৌর সভার (প্যানেল) মেয়র সুমন আহমেদ।
টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে জুড়ান পুর ইউনিয়ন একাদশ বনাম নাটুদাহ ইউনিয়ন একাদশ অপর খেলায় দর্শনা পৌরসভা একাদশ বনাম পারকৃষ্ণপুর মদন ইউনিয়ন একাদশ। প্রথম খেলায় জুড়ান পুর ইউনিয়ন একাদশকে ট্রাইবেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় নাটুদাহ ইউনিয়ন একাদশ। দ্বিতীয় খেলায় পারকৃষ্ণপুর মদন ইউনিয়ন একাদশকে ২-১ গোলে হারিয়ে দর্শনা পৌরসভা চ্যাম্পিয়ন

হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোখলেছুর রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিক, নাজির সাখাওয়াত রাসেল, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা আইসিটি টেকনিশিয়ান খাইরুল কবির ডিনার। খেলায় রেফারি দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুবাস চন্দ্র, ইউসুফ আলী ও শহিদ আজম সদু। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন শামীম খাঁন ও মোস্তাফিজুর রহমান।

বাফুফের ৫০ লাখ টাকা পুরষ্কার পেলো জামালরা

দীর্ঘ ১৪ বছর পর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠেছিলো বাংলাদেশ। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েই ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি করেছিলো জামাল-মোরাসালিনরা। সাফের এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরষ্কারস্বরূপ বাংলাদেশ দলকে এবার ৫০ লাখ টাকা পুরষ্কার দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ।

আজ রোববার (৯ জুলাই) বাফুফে ভবনে কাজী সালাউদ্দিন দলের সদস্যদের কাছে পুরষ্কারের এই অর্থ তুলে দেন। দলীয় পুরষ্কারের সঙ্গে তিন ফুটবলারকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ বোনাস।

সাফের স্কোয়াডে থাকা ২৩ খেলোয়াড়ের প্রত্যেকে পেয়েছেন দেড় লাখ টাকা করে। এর বাইরে আনিসুর রহমান জিকো, শেখ মোরসালিন, বিশ্বনাথ ঘোষ।

বিশেষ বোনাস পাওয়া এই তিনজন সাফে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন। বিশ্বনাথ ঘোষ পেয়েছেন পাঁচ লাখ টাকা আর মোরসালিন ও জিকো পেয়েছেন এক লাখ টাকা করে।

সাফে চার ম্যাচই ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন

ডিফেন্ডার বিশ্বনাথ ঘোষ। তার খেলার পাশাপাশি টিম স্পিরিটের প্রশংসা করে সালাউদ্দিন বলেন, ‘বিশ্বনাথ নিজেই ঘোষণা দিয়েছিল দল সেমিফাইনালে জিতলে সে পাঁচ লাখ টাকা দিবে। এটা স্পিরিটের অংশ। এ রকম খেলোয়াড়ই আমার দরকার। তাকেও আমার পক্ষ থেকে সামান্য অর্থ পুরস্কার।’

পুরো সাফজুড়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিলো বাংলাদেশ। শেষ চারের লড়াইয়েও কুয়েতকে প্রায় আটকেই দিয়েছিলো। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় শেষমেশ ১-০ গোলে হারতে হয় বাংলাদেশকে। সেমিফাইনালে পুরো ম্যাচজুড়ে বাংলাদেশকে যেন এক হাতেই বাঁচিয়ে গেছেন গোলরক্ষক জিকো। তার বিশ্বস্ত গ্লাভসজোড়া যেন হয়ে উঠেছিলো বাংলাদেশের দেওয়াল। সাফের সেরা গোলরক্ষকের পুরষ্কারও পেয়েছেন জিকো।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) দ্বিতীয় দিনে দুইটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ শনিবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কুড়ালগাছী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন।

টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে দামুড়হুদা

সদর ইউনিয়ন একাদশ বনাম কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ অপর খেলায় হাউলী ইউনিয়ন একাদশ বনাম কুড়ালগাছী ইউনিয়ন একাদশ।

প্রথম খেলায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশ। দ্বিতীয় খেলায় ট্রাইবেকারে হাউলী ইউনিয়ন একাদশকে ১-০ গোলে হারিয়েছে কুড়ালগাছী চ্যাম্পিয়ন হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোখলেছুর রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিক, ইউপি সদস্য হাসান আলী, শহিদুল ইসলাম, শাহাজামাল, লিয়াকত আলী, নুরুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু, নাজির সাখাওয়াত রাসেল, উপজেলা আইসিটি টেকনিশিয়ান খাইরুল কবির ডিনার, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম।

খেলায় রেফারি দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুবাস চন্দ্র, ইউসুফ আলী ও শহিদ আজম সদু। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন শামীম খাঁন ও মোস্তাফিজুর রহমান।

দামুড়হুদায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা উদ্বোধন

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা

পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন শফিউল আলম, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ এখলাস উদ্দিন সুজন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোখলেছুর রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ।

উদ্বোধনী দিনে সাবেক চ্যাম্পিয়ন জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ বনাম নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ। খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় রেফারি দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুবাস চন্দ্র, ইউসুফ আলী ও শহিদ আজম সদু। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন শামীম খাঁন ও মোস্তাফিজুর রহমান।

নির্ধারিত সময়ে কোন গোল না হওয়ায় ট্রাইবেকারে জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ ২-১ গোলে নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে।

প্রধানমন্ত্রীকে না বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়: তামিম

আচমকা অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। সেই ঘোষণার একদিনের মধ্যেই আবার সিদ্ধান্ত পাল্টালেন তিনি। আজ (শুক্রবার) গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন এই ব্যাটার। সেখান থেকে বেরিয়ে জানিয়েছেন, অবসরের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন তিনি। কারণ তার

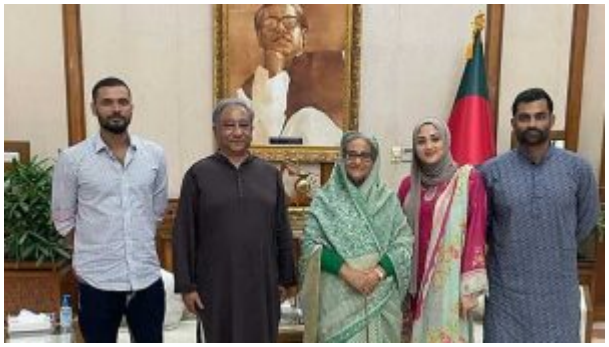

পক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে না বলা সম্ভব নয়।

বৃহস্পতিবার দেশের ক্রিকেটের ওপর দিয়ে বড় একটা ঝড়ই বয়ে গেছে। চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলন ডেকে ১৬ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানেন তামিম। পরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিবি) সংবাদ সম্মেলন করে। এর মাঝেই আজ গণভবনে ডাক পড়ে তামিমের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অবসরের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন তামিম। গণভবন থেকে বেরিয়ে এই ওপেনার বলেছেন, ‘আজ দুপুরে আমাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বাসায় দাওয়াত করেছিলেন। উনার সঙ্গে অনেকক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। উনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন খেলায় ফিরে আসতে। আমি আমার রিটয়ারমেন্ট এই মুহূর্তে তুলে নিচ্ছি। কারণ আমি সবাইকে না বলতে পারি কিন্তু দেশের যে সবচেয়ে বড় ব্যক্তি তাকে না বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।’

সিদ্ধান্ত পরিবর্বনের ক্ষেত্রে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন ও সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি মুর্তজারও ভূমিকা আছে।

তামিম বলেছেন, ‘তাতে (সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে) অবশ্যই পাপন ভাই ও মাশরাফি ভাইয়ের বড় ভূমিকা ছিল। মাশরাফি ভাই আমাকে ডেকে নিয়েছেন। পাপন ভাই সঙ্গে ছিলেন।’

সূত্র: ইত্তেফাক

আলমডাঙ্গায় জাতীয় গোল্ড কাপ

ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রস্তুতমূলক সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক ও বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) আয়োজনের প্রস্তুতমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা সভা কক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রস্তুতমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডাঃ নাজনীন সুলতানা, আলমডাঙ্গা থানা এস আই আমিনুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার, মিনাজ উদ্দিন, সোহানুর রহমান, হাসানুজ্জামান সরোয়ার, মুন্সি এমদাদুল হক, নজরুল ইসলাম, ইউপি সদস্য দোলন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক খন্দকার জিহাদ-ই-জুলফিকার টুটুল, আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ শামীম রেজা, সিদ্দিকীয়া আলিম মাদ্রাসার ক্রীড়া শিক্ষক মহসিন কামাল, ক্রীড়া সংগঠক শরিফুল ইসলাম, মিজানুল হক, সোহাগ আলী, মামুনুর রশিদ মন্ডল ও আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ। আগামী ১০ ই জুলাই আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিটিম মাঠে দুপুর ২:৩০ মিনিটের সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক / বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরের মোনাখালী গ্রামে ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন উপলক্ষে আলোচনা সভা

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালী গ্রামে এক বিরাট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন উপলক্ষে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মোনাখালী ফুটবল খেলার মাঠে।

মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের ০১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান।

উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে অনন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীমউদ্দীন,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা মিঠু,উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মানিক,মোনাখালী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল খালেক। ইট ভাটা মালিক ফারুক হোসেন ও চপল, আবদার আলী, লাভলু,আহাসান উল্লাহ, মনসুর আলী রোকনুজ্জামান, সেলিম রেজা, চান্দ আলী, ফকিরসহ আরো অনেকে।

আলোচনা সভা থেকে খেলা পরিচালনা কমিটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে মোট ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করবে এবং প্রত্যেককেই নকআউট পর্ব হিসেবে খেলবে বলে নিশ্চিত করেছে খেলা পরিচালনা কমিটি।

ফাইনাল খেলায় বিজয়ী কে মোনাখালী ফুটবল টুর্নামেন্টের স্মরণকালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করবে বলে জানিয়েছে খেলা পরিচালনা কমিটি।

কোনো চাপ কি তোকে বাধ্য করেছে, তামিমকে প্রশ্ন মাশরাফির

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তামিম ইকবাল। আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে হতাশাজনক হারের পর আচমকা ব্যক্তিগত সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক। সেই সংবাদ সম্মেলনেই অশ্রুসিক্ত নয়নে ১৬ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ের ইতি টানেন তামিম। তামিমের এমন সিদ্ধান্তে হতবাক হয়েছেন অনেকেই। তবে সিরিজের মাঝপথে হুট করে কেনো এমন সিদ্ধান্ত নিলেন তামিম। কোনো চাপে এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন কিনা তামিমকে এমন প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) দুপুর দেড়টায় চট্টগ্রামের হোটেল টাওয়ার ইনে সংবাদ সম্মেলনে তামিম তার অবসরের ঘোষণা দেন। নিজের ঘরের মাঠেই ক্যারিয়ারের ক্যারিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলে ফেলেছেন বলে জানান চট্টলার বিখ্যাত খান পরিবারের সন্তান। তামিম বলেন, ‘আজ এই মুহূর্ত থেকে আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি।’

তামিমের অবসরের ঘোষণার পর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে মাশরাফি লিখেছেন, ‘তামিম, তোর সিদ্ধান্ত অবশ্যই একান্তই তোর। এটা কারও ভালো লাগলেও তোর, ভালো না লাগলেও তোর। পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথাই হবে। তবে সবচেয়ে ভালো কোনটা, সেটা তুই ছাড়া কেউই ভালো বুঝবে না। তাই তোর এই সিদ্ধান্তকে আমি ব্যক্তিগতভাবে শতভাগ সম্মান জানাই। তবে কিছু কথা জানতে মন চায়, মাত্র ৩৪ বছর ১০৮ দিনেই বিদায় কেন! আসলেই কি চালিয়ে যেতে পারছিস না? না কি কোনো চাপ তোকে বাধ্য করেছে! তোর অনেক ভক্ত হয়তো খুঁজে ফিরবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর। আজ খুঁজবে, এমনকি ভবিষ্যতও আরও অনেকদিন খুঁজবে।’

তামিমকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে তিনি আরও লিখেন, ‘তোকে প্রথম দেখেছি চট্টগ্রামে তোদের বাসায়, হাফ প্যান্ট পরে খেলছিলি। তোর ভাই, আমার বন্ধু নাফিস ইকবাল তোকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরের বার দেখলাম জাতীয় লীগে ওপেন করতে, খুলনার মাঠে। তারপর ২০০৭

বিশ্বকাপ থেকে একসঙ্গে পথ চলতে চলতে তুই হয়ে গেলি বন্ধুর মতো। কত দিন কত রাত এক সঙ্গে সময় কাটিয়েছি, একসঙ্গে খেতে যাওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা, দুষ্টুমি, মজা, তর্ক, খেলা নিয়ে কত কত আলোচনা করেছি, সেসবের কোনও হদিস নেই।’

বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক আরও লিখেন, ‘যখন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলাম, তখন তুই ছিল আমার অন্যতম ‘স্নাইপার।’ সেটা তুই নিজেও খুব ভালো করেই জানিস। যেদিন দল থেকে বের হয়ে এলাম, সেদিন তুই আমাকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলি। পরে সারারাত একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছিলাম। যে কোনও সিরিজ বা সফরে তুই ছিলি আমার রুমে আড্ডার অবধারিত সঙ্গী। আরও কত শত স্মৃতি এখন মনে পড়ছে!’

তামিমের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে মাশরাফি লিখেন, ‘তোকে যতটুকু চিনি, তাতে তোর এই সিদ্ধান্তকে আমি অনায়াসে পোস্টমর্টেম করতে পারতাম। কিন্তু তা করব না, কারণ ওই যে, তোর নিজস্ব সিদ্ধান্তকে অবশ্যই সম্মান জানানো উচিত। তোর মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, সেই সঙ্গে এটাও বলছি যে, তুই বাংলাদেশের ক্রিকেটকে যা কিছু দিয়েছিস, তা আমরা আজীবন মনে রাখব। একজন তামিম হয়ে উঠতে কতটা পরিশ্রম, কতটা সময়, কতটা মেধা আর কত ত্যাগ থাকতে হয়, তা সময় সব কিছু বুঝিয়ে দেবে।’

সবশেষে তামিমকে শুভকামনা জানিয়ে মাশরাফি আরও লিখেন, ‘তোর প্রতি রইল অফুরন্ত ভালোবাসা। পরবর্তী জীবন পরিবার নিয়ে দারুণ কাটাবি, সেই আশাই করছি। আর একটা কথা, দলের ভেতর নানা পরিসংখ্যান নিয়ে বিশ্লেষণ নির্ভর আলোচনা এখন কে করবে, ঠিক জানি না। হয়তো কেউ করবে। তবে তুই এই জায়গায় সবসময়ই থাকবি সেরাদের সেরা। গুড বাই মি. তামিম ইকবাল খান। একজন কিংবদন্তির বিদায়। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য শুভ কামনা, এগিয়ে চলুক দুর্বার গতিতে। আমাদের এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়।’

সূত্র: ইত্তেফাক